সময়ানুগ কল্পনায়

কমনীয় ছিল তার দেহ, নমনীয় স্বভাবে, মেজাজে-
প্রতিক্ষণ প্রতিভাত তথাপি বর্ষার তোর্ষার মতো তেজে!
ভাবতাম মনে মনে, উদ্দাম গতিতে সে চলেছে সমুদ্রের পানে-
দেখতাম তাকে বিস্ময়ে, মনের গহন প্রাঙ্গণে।

তখন কৈশোরে সঙ্গীর বাসনা ছিল-ভেবেছিলাম যাবো ওর মনের গহনে
রাজী করিয়ে এক সঙ্গে বেরুবো পৃথিবী ভ্রমণে, আমরা দুজনে
সুর্যোদয় দেখবো হাত ধরে-প্রতিটি উষাক্ষণে
স্মৃতিতে থাকবে তোলা, একত্র চলা প্রতিটি শুভক্ষণে।

কিন্তু ভাগ্য সাথ দিলো না, বিবেক শাসিয়ে সতর্ক করে গেল
বেড়ে ওঠার শৃঙ্খলায় সমর্থ রোজগারী হওয়ার আদেশ দিলো,
কিশোরের কল্পনায় ভাঁটা প'ড়েগেল-আবেগে বিচ্ছেদ গেল ঘ'টে,
ব্যাকুলতার ব্যথা অকালে ঝরে গেল নির্দয় নিষ্ঠুরতায়, অকপটে।

যৌবনেও ভাবলাম তেজস্বিনী সঙ্গীই ভাল, দুরন্তকে যদি পাই সমুদ্রে
কৈশোরে হারানো সেই প্রাণবন্ততা যৌবনে দেখবো আকুলতায় অন্য চোখে
পুরীর সমুদ্রে বা কেরালার সৈকতে ঈপ্সিত সাথি তথাপি পাই নাই
বিদেশ সফরে ভূমধ্যসাগরে কিম্বা কিউবার জলধিতীরেও, তারে দেখি নাই।

ভাবলাম সেই তেজস্বিনী তবে পর্বতে আছে, সেখানে ঝর্ণা জীবন্ত
দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী-অলকানন্দার সঙ্গমে জলের প্রবাহ দুরন্ত
কিম্বা আফ্রিকায় কঙ্গো নদীর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের ধারে
অথবা আমেরিকার 'নায়েগ্রাফল' বা 'পোটোম্যাকের' দুরন্ত কিনারে।

কোথাও সেই স্রোতস্বিনীর খোঁজ নেই-কোথাও পেলাম না খুঁজে তাকে
অকস্মাৎ এক দিন উত্তর পেলাম, উত্তর এলো অন্তরের গভীর থেকে
সময় আমার বাসনাকে গুঁড়িয়ে, মাড়িয়ে ক'রেছে একাকার
এখন প্রৌঢ়ে অমন তেজস্বিনীর বাসনা আদৌ নেইকো আর!